কানযুল ইরফান

ফী

তারজামাতিল কুরআন



মাআ হাশিয়াতি ইফহামিল কুরআন

লেখক: শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর আবু সালেহ
মুফতী মুহাম্মদ কাসিম কাদেরী আত্তারী (مدّ ظلّه العالی)

وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ
تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا
عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. আর যখন তারা শোনে যা রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তখন তুমি দেখবে তাদের চোখগুলো অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। কারণ তারা সত্যকে চিনেছে। তারা বলে, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদেরকে (সত্যের) সাক্ষীগণের মধ্যে লিপিবদ্ধ করো।[১]

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا
مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا
مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. আর আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা ঈমান আনবো না আল্লাহ্‌র উপর এবং সেই সত্যের উপর- যা আমাদের কাছে এসেছে? আর আমরা প্রত্যাশা করি যে, আমাদের রব আমাদেরকে নেককারদের সাথে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবেন।[২]

فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَ
ذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. অতঃপর আল্লাহ্ তাদের এ কথার প্রতিদানে তাদেরকে এমন বাগানসমূহ দান করলেন, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা তাতে সর্বদা অবস্থান করবে- এই হলো নেককারদের প্রতিদান।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ

৮৬. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তারাই

টীকা:

১ বাদশাহ নাজ্জাশী এবং তার পক্ষ থেকে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র দরবারে প্রেরিত প্রতিনিধি দল কুরআন তিলাওয়াত শুনে কেঁদে ফেলে- এই আয়াতে তারই আলোচনা হয়েছে।

২ যখন আবিসিনিয়ার প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে গেলো, তখন ইহুদিরা তাদেরকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো। এর জবাবে তারা বললো, সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় ঈমান আনা ভর্ৎসনাযোগ্য নাকি ঈমান না আনা?

ع ١١ ١

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٨٦﴾ ع	জাহান্নামী।
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾	৮৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ওই সব পবিত্র বস্তু হারাম করো না যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন আর সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।[১]
وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾	৮৮. আর আল্লাহ্তোমাদের যা কিছু হালাল, পবিত্র জীবিকা দান করেছেন তা থেকে আহার করো এবং ভয় করো সেই আল্লাহ্কে যার উপর তোমাদের ঈমান রয়েছে।
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ	৮৯. আল্লাহ তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, তবে ওই সব শপথের জন্য পাকড়াও করবেন যা তোমরা দৃঢ়ভাবে করেছো। কাজেই এমন শপথের কাফফারা হচ্ছে দশজন মিসকীনকে এমন মধ্যম মানের খাবার প্রদান করা যা তোমরা নিজেদের পরিবারের লোকদের খাওয়াও, অথবা ওই দশজনকে কাপড় দেওয়া, অথবা একজন দাস বা দাসী মুক্ত করা। অতঃপর যার সামর্থ্য নেই সে তিন দিন রোযা রাখবে। এ হচ্ছে তোমাদের শপথসমূহের কাফফারা যখন

টীকা:

১ এই আয়াতে পবিত্র বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে। এতে ওই সব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ, যারা আল্লাহর পাকের দরবারে মকবুল বান্দাদের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বস্তুকে হারাম ফতোয়া দেয়। যারা জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও শরয়ী মাসয়ালা বর্ণনা করে তাদের তাওবা করা উচিৎ , কেননা তারা প্রায়শই হালালকে হারাম সাব্যস্ত করে।

اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٨٩﴾

তোমরা শপথ করো আর নিজেদের শপথসমূহ রক্ষা করো।[১] এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তার আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি[২] এবং ভাগ্য নির্ণায়ক তীর অপবিত্র, শয়তানী কাজ। সুতরাং তা পরিহার করো, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করো।[৩]

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

৯১. শয়তান চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে[৪] তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ ও নামাযে হতে বাধা দেবে। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে?

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ

৯২. আর আল্লাহ্র আদেশ মান্য করো ও রাসূলের আদেশ মান্য করো এবং সতর্ক

টীকা:

১ শপথ রক্ষা করার পদ্ধতি হলো তা পূরণ করা যদি তাতে কোনো শরয়ী বাধা না থাকে। আরেকটি পদ্ধতি হলো অতিরিক্ত শপথ করার অভ্যাস ত্যাগ করা। যদি কেউ গুনাহ করার শপথ করে তাহলে এমন শপথ পূরণ না করা আবশ্যক।

২ এতে সেই পাথরকে বোঝানো হয়েছে যেখানে দাড়িয়ে কাফেররা পশু জবাই করতো অথবা এতে সেই মূর্তিকে বোঝানো হয়েছে যাকে দাঁড় করিয়ে পূজা করা হতো।

৩ জাহেলিয়াতের যুগে কাফেররা তিনটি তীর বানিয়ে ছিলো- যার একটিতে হ্যাঁ, অন্যটিতে না আর তৃতীয়টিতে কিছুই লেখা ছিলো না। যখন তাদের কোনো সফর বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকতো তখন তারা সেই তীরগুলো নিক্ষেপ করতো আর তাতে যা লেখা থাকতো সে অনুযায়ী আমল করতো।

৪ মদ্যপান আর জুয়ার দুনিয়াবী ক্ষতি হলো এতে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়। দ্বীনী ক্ষতি হলো যারা এ কাজে জড়িত হয় তারা আল্লাহর যিকির ও নামায থেকে বঞ্চিত হয় আর সেই গুনাহগুলোর শাস্তি তো আছেই।

احْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٩٢﴾

থাকো। অতঃপর যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রাখো! আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٣﴾ ع ١٢ ٧ ٢

৯৩. যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তারা পূর্বে যা খেয়েছে তার জন্য তাদের উপর কোনো কোনো গুনাহ্ নেই যদি তারা হারাম থেকে বিরত থাকে, আর ঈমান আনে ও সৎকাজ করে। অতঃপর সাবধানতা অবলম্বন করে আর ঈমানের উপর থাকে, অতঃপর আল্লাহকে ভয় করে এবং সৎকাজ করে। আর আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।[১]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ

৯৪. হে ঈমানদারগণ! অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন শিকারের এমন বস্তু দ্বারা তোমাদের হাত ও বর্শা যার নাগাল পায়, যাতে আল্লাহ্ ওই সব লোকের পরিচয় করিয়ে দেন, যারা তাকে না দেখে ভয়

টীকা:

১ এই আয়াতে (اتَّقَوْا) শব্দটির অর্থ ভয় এবং খোদাভীরুতা। এটি তিন বার এসেছে। প্রথমটির অর্থ শিরক থেকে বাঁচা, দ্বিতীয়টির অর্থ সকল হারাম কাজ ও গুনাহ থেকে বাঁচা, তৃতীয়টির অর্থ সন্দেহযুক্ত জিনিস বর্জন করা। কতিপয় মুফাসসিরগণ বলেন, প্রথমটির উদ্দেশ্য হলো সকল হারাম জিনিস থেকে বেঁচে থাকা, দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য হলো তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা, এবং তৃতীয়টির উদ্দেশ্য হলো ওহী নাযিল হওয়ার যুগে বা তার পরে যা নিষেধ করা হয় তা পরিত্যাগ করা। কতিপয় মুফাসসির এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে - পূর্বে গুনাহ থেকে বিরত থাকা, বর্তমানে বিরত থাকা এবং ভবিষ্যতেও বিরত থাকা।

بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٤﴾

করে।[১] অতঃপর এই (নিষেধাজ্ঞার) পরেও যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۭ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۗءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًۢا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ۭ عَفَا

৯৫. হে ঈমানদারগণ! ইহরামে থাকা অবস্থায় শিকারকে হত্যা করো না আর তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তবে এর প্রতিদান হচ্ছে সে গবাদি পশু থেকে এমন পশু প্রদান করবে যা শিকারকৃত পশুর সমতূল্য হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ফয়সালা করবে; যা কাবায় কুরবানীরূপে পৌঁছানো হবে, অথবা কিছু মিসকীনকে কাফফারা হিসেবে খাবার দেবে কিংবা তার সমপরিমাণ রোযা, যাতে সে তার কৃতকর্মের পরিণতি ভোগ করে।[২] আল্লাহ্ ক্ষমা করেছেন যা গত হয়ে গেছে, আর যে পুনরায়

টীকা:

১ হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানরা ইহরাম অবস্থায় ছিলো। তখন তারা এই পরীক্ষায় পড়লো যে, বিপুল সংখ্যক শিকারের পশু ও পাখি তাদের অধিকারে এলো এবং তাদের বাহন ছেয়ে গেলো। সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ 'র জন্য এগুলো হাতে শিকার করা বরং হাতে ধরে ফেলা সহজ ছিলো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ আল্লাহর হুকুমের আনুগত্যে অটল রইলেন এবং ইহরাম অবস্থায় শিকার করলেন না। এও জানা গেলো যে, কোনো গুনাহ করার সুযোগ যত বেশি হবে, তা পরিহার করার সাওয়াব তত বেশি হবে।

২ ইহরাম অবস্থায় শিকার অর্থাৎ স্থলভাগের হিংস্র (বন্য) পশু হত্যা করা, একইভাবে শিকারের উদ্দেশ্যে তার দিকে ইশারা করা অথবা কোনোভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করা হারাম এবং তা সর্বাবস্থায় হারাম - তা ইচ্ছাকৃত হোক অথবা ভুলবশত। প্রথমটির হুকুম এই আয়াত দ্বারা এবং দ্বিতীয়টির হুকুম হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এ সকল অবস্থায় কাফফারা ওয়াজিব। এর কাফফারা হচ্ছে ওই পশুর মূল্য অর্থাৎ দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সেখানকার হিসাব মতে যে মূল্য বলবে, তা দিতে হবে। যদি সেখানকার মূল্য জানা না থাকে তাহলে তার নিকটবর্তী কোনো জায়গার যে মূল্য হবে, তাই দিতে হবে। যদি একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বলে তাও যথেষ্ট হবে।

اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

তা করবে আল্লাহ্ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. তোমাদের ও মুসাফিরদের কল্যাণার্থে তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তা আহার করা হালাল করা হয়েছে। আর যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকো তোমাদের জন্য স্থলভাগের শিকার হারাম করা হয়েছে। আর আল্লাহ্কে ভয় করো যার দিকে তোমরাদেরকে একত্র করা হবে।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ؕ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٩٧﴾

৯৭. আল্লাহ্ -সম্মানিত ঘর কাবা, সম্মানিত মাসসমূহ,[১] হেরেমে প্রেরিত কুরবানীর পশু এবং ওই সকল পশু যেগুলোর গলায় (হজে কুরবানী হওয়ার) চিহ্ন ঝোলানো আছে (এ সবগুলোকে) মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যম করেছেন। তা এ জন্য, যেন তোমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করো - আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু জমিনে রয়েছে আর যেন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করো - আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।

টীকা:

১ আল্লাহ পাক কাবা ঘরকে মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যম বানিয়েছেন, কেননা সেখানে দ্বীনী আর দুনিয়াবী বিষয়াদি প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন সেখানে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ আশ্রয় নেয়, দুর্বলরা নিরাপত্তা লাভ করে, ব্যবসায়ীরা লাভবান হয়, হজ ও ওমরা পালনকারীরা রুকনসমূহ আদায় করে। অনুরূপভাবে যিলহজ্জ মাস - যে সময়ে হজ করা হয় , হজের পশু -এগুলোর সাথেও দ্বীনী ও দুনিয়াবী বিষয়াদি সম্পৃক্ত; এগুলোর গোশত দিয়ে গরিব ও ধনীরা জীবনধারণ করে, এতে ইসলামের একটি রুকন আদায় হয়।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَ اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٨﴾

৯৮. জেনে রাখো! নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯. রাসূলের উপর কেবল প্রচার করা আবশ্যক আর আল্লাহ্ জানেন- যা তোমরা প্রকাশ করো এবং যা তোমরা গোপন করো।

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٠﴾ ع

১০০. তুমি বলে দাও! অপবিত্র এবং পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্র লোকের আধিক্য তোমাকে বিস্মিত করে। সুতরাং হে বিবেকবান লোকেরা, আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করো।[১]

ع ٣ ٧ ٣

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

১০১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। আর যদি তা সে সময় প্রশ্ন করো যখন কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছে, তবে তোমাদের কাছে সে বিষয়গুলো প্রকাশ করা হবে। আর আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।[২] আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

টীকা:

১ এর অর্থ হলো দুনিয়াদার মানুষের দুনিয়ার সম্পদের আধিক্য এবং দুনিয়ার চাকচিক্য ভালো লাগে; অথচ যে নিয়ামত আল্লাহ পাকের কাছে রয়েছে তা সবচেয়ে ভালো, সর্বাধিক স্থায়ী। দুনিয়ার সম্পদের আকাঙ্ক্ষা, দুনিয়ার নিয়ামত আর বিলাসিতার প্রত্যাশা, দুনিয়ার রঙ-তামাশা উপভোগের আকাঙ্ক্ষা এবং নিজের আখিরাত নিয়ে উদাসীনতা নিন্দনীয়।

২ এই আয়াত দ্বারা এও প্রমাণিত হলো, যে বিষয় সম্পর্কে শরীয়তের নিষেধাজ্ঞা নেই, তা মুবাহ ও জায়েয।

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كٰفِرِينَ ﴿١٠٢﴾

১০২. নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে এসব বিষয়ে এক সম্প্রদায় প্রশ্ন করেছিলো, অতঃপর তারা এসব অস্বীকার করে বসলো।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. আল্লাহ 'বাহীরা', 'সায়িবা', ওয়াসীলা' এবং 'হাম' কে নির্ধারণ করেননি। কিন্তু কাফেররা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়।[১] তাদের অধিকাংশ লোকের বিবেক নেই।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلٰى مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا ۖ أَوَلَوْ كَانَ آبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৪.আর যখন তাদের বলা হয়, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন তারা বলে, আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট, যার উপর আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি। যদি তাদের পূর্বপুরুষরা কোনো জ্ঞান না রাখে এবং তারা হেদায়েত প্রাপ্ত না হয়, তবুও ?[২]

টীকা:

১ জাহেলিয়াতের যুগে মুশরিকরা নিজ থেকে প্রতিমার নামে পশু ছেড়ে দেওয়া এবং তা থেকে কোনো উপকার গ্রহণ না করার প্রথা সৃষ্টি করেছিলো। উদাহরণস্বরূপ - এমন হলে অথবা আমার অমুক কাজ হয়ে গেলে অথবা এই পশু থেকে অমুকভাবে উপকার অর্জিত হলে ওই পশুর এই নাম হবে, যার মধ্যে চারটি নাম - বাহীরা, সায়িবা, ওয়াসীলা ও হাম এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। ওই পশুগুলোকে তারা প্রতিমার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিতো, নিজে তা থেকে কোনো উপকার নেওয়াকে হারাম মনে করতো আর বলতো আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন করার হুকুম দিয়েছেন। এই আয়াতে মুশরিকদের খণ্ডন করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে এমন করার হুকুম দেননি আর এরা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে।

২ আল্লাহ পাক আর তার রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র আনুগত্য সবার আগে করতে হবে। কাফেররা নিজের বাপ-দাদার কুফরী আর শিরকের রীতিকে আল্লাহর হুকুমের উপর অগ্রাধিকার দিতো। এখানে তাই বর্ণনা করা হয়েছে। এতে তাদেরও শিক্ষা নেওয়া উচিৎ যারা সুখে-দুঃখে বংশীয় পরম্পরাকে শরীয়তের আহকামের উপর অগ্রাধিকার দেয়, এমনকি তারা শরীয়তের হুকুম ছাড়ে কিন্তু প্রথা ছাড়ে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ
لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۭ
اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের প্রাণের চিন্তা করো। যদি তোমরা হেদায়েতের উপর থাকো পথভ্রষ্টরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন যা তোমরা করছিলে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ
اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ
الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ
اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ
فِي الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ۭ
تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ
بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا
وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ
اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখন ওসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তোমাদের নিজেদের মধ্যে যেন সাক্ষ্যদাতা হয় অথবা যদি তোমরা জমিনে সফর করো, অতঃপর তোমাদের কাছে মৃত্যুর বিপদ এসে পড়ে, তখন তোমরা ছাড়া অন্যদের মধ্য থেকে দু'জন (সাক্ষী যেন থাকে[১])। তোমরা ওই দুই সাক্ষীকে নামাযের পর আটক করো তখন যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ হয়। তখন তারা যেন আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলে, আমরা শপথের বিনিময়ে কোনো সম্পদ গ্রহণ করবো না, যদিও নিকট আত্মীয় হোক আর আমরা আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যকে গোপন করবো না। (যদি তা করি, তবে) ওই সময় আমরা অবশ্যই গুনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

টীকা:

১ এই আয়াতে হুকুম দেওয়া হয়েছে, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তখন তোমাদের ওসিয়ত করার জন্য দুই জন মুসলমানকে সাক্ষী বানাও আর যদি সফর ইত্যাদিতে থাকো তখন যদি মুসলমান কাউকে পাওয়া না যায় তাহলে অমুসলিমদের সাক্ষী বানাও।

فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ إِثْمًا
فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ
ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَٰنِ
فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن
شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ ۖ إِنَّآ إِذًا
لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. অতঃপর যদি এ কথা জানা যায় যে, ওই দু'জন সাক্ষী (সাক্ষ্য দিতে গিয়ে মিথ্যা বলে) কোনো গুনাহে লিপ্ত হয়েছে, তবে তাদের স্থলে ওই লোকেদের মধ্যে যাদের হক বিনষ্ট করা হয়েছে, মৃত ব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী দু'জন (ব্যক্তি শপথের জন্য) দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য (অর্থাৎ আমাদের শপথ) তাদের সাক্ষ্যের চেয়ে অধিকতর সঠিক এবং আমরা সীমালঙ্ঘন করিনি, (আর যদি তা করি) তবে আমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবো।[১]

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ
وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰنٌۢ
بَعْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا۟ ۗ
وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿١٠٨﴾ ع

১০৮. এটি তার অধিক নিকটবর্তী যে, ওই সাক্ষীগণ সঠিকভাবে সাক্ষ্য প্রদান করবে অথবা তারা এ বিষয়ে ভয় করবে যে, তাদের শপথের পর শপথকে (উত্তরাধিকারীদের দিকে) ফেরানো হবে। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও হুকুম শোনো, এবং আল্লাহ্ নাফরমানদের হেদায়েত দেন না।[২]

ع ১৭

টীকা:

১ ওসিয়তের সাক্ষী মিথ্যা প্রমাণিত হলে তখন হুকুম হচ্ছে- মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দুই জন লোক শপথ করে বলবে, এই দুই জন আমীন মিথ্যাবাদী । আমাদের সাক্ষ্য অর্থাৎ শপথ ওই দুই জনের সাক্ষ্যর চেয়ে অধিক সঠিক। আমরা সীমালঙ্ঘন করিনি। যদি আমরা তা করি তাহলে আমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

২ অর্থাৎ সাক্ষী সম্পর্কে যে হুকুম বর্ণিত হয়েছে তার উপর আমল করলে সাক্ষীও সঠিকভাবে সাক্ষ্য প্রদান করবে অথবা তাদের এই ভয় থাকবে যে, আমরা মিথ্যা শপথ করছি, আলামত ও পারিপার্শ্বিক প্রমাণ দ্বারা আমাদের মিথ্যা প্রকাশ হয়ে গেলে তখন শপথের পালা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর দিকে স্থানান্তর হবে। তারা আমাদের বিরূদ্ধে শপথ করলে আমাদের শপথ বাতিল হয়ে যাবে, এভাবে মানুষের সামনে লাঞ্ছিত হতে হবে। যখন তাদের এই ভয় থাকবে তখন তারা মিথ্যা শপথ করা থেকে বিরত থাকবে।

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ
اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ
عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١٠٩﴾

১০৯. যেদিন আল্লাহ রাসূলগণকে সমবেত করবেন, অতঃপর বলবেন, তোমরা কী উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে, আমাদের কোনো জ্ঞান নেই, নিঃসন্দেহে তুমিই সমস্ত অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ
نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ
اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۟ تُكَلِّمُ النَّاسَ
فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ
الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَ
الْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ
كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا
فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِيْ وَتُبْرِئُ
الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ
تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ

১১০. যখন আল্লাহ্ বলবেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তোমার উপর এবং তোমার মাতার উপর আমার ওই অনুগ্রহকে স্মরণ করো! যখন আমি পবিত্র রুহ দ্বারা তোমাকে সাহায্য করেছিলাম।[১] তুমি দোলনায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলতে। আর যখন আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিখিয়েছি; আর যখন তুমি আমার নির্দেশে মাটি হতে পাখিসদৃশ আকৃতি তৈরি করে তাতে ফুঁক দিতে, তখন তা আমার নির্দেশে পাখি হয়ে যেতো; আর তুমি আমার নির্দেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করতে[২]; আর যখন তুমি আমার নির্দেশে মৃতদের[৩] জীবিত করে বের করতে; আর যখন বনী ইসরাঈলকে তোমার থেকে নিবৃত্ত রেখেছি, যখন তুমি তাদের কাছে

وقف لازم

টীকা:

১ আল্লাহ পাক ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام 'র সাহায্য জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام'র মাধ্যমে করলেন। এতে বোঝা গেলো, আল্লাহ পাকের মকবুল বান্দাদের সাহায্য করা সত্য।

২ জন্মান্ধ আর কুষ্ঠরোগ অনেক বড় বিপদ এবং হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের হুকুমে এমন বিপদ দূর করতেন। এতে বোঝা গেলো, আল্লাহ পাকের মকবুল বান্দারা আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতায় বিপদ দূরকারী, সাহায্যকারী, মনোবাসনা পূরণকারী।

৩ এতে বোঝা গেলো- আল্লাহ পাকের মকবুল বান্দারা আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতায় মৃতকে জীবিত করতে পারেন- বলা জায়েয ।

بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٠﴾

উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলে, তখন তাদের মধ্য থেকে কাফেররা বললো, এ তো সুস্পষ্ট জাদু।

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১. আর যখন আমি হাওয়ারীদের[১] অন্তরে এ প্রেরণা সৃষ্টি করেছিলাম[২] আমার উপর এবং আমার রাসূলের উপর ঈমান আনো। তখন তারা বললো, আমরা ঈমান এনেছি আর (হে ঈসা!) আপনি সাক্ষী থাকুন, আমরা মুসলমান'।

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ۭ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

১১২. স্মরণ করো! যখন হাওয়ারীগণ বললো, 'হে ঈসা ইবনে মারইয়াম, আপনার রব কি এমন করবেন[৩] যে আমাদের জন্য আসমান হতে একটি দস্তরখান অবতীর্ণ করবেন?' তিনি বললেন,আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যদি মুমিন হয়ে থাকো।'

টীকা:

১ হাওয়ারী হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام'র বিশেষ ও নিষ্ঠাবান সাথীদের বলা হয়।

২ এই আয়াতে (وحی) শব্দটি নবী ব্যতীত অন্য ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যখন(وحی)শব্দটি নবী ব্যতীত অন্য কারো জন্য ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হবে অন্তরে কথা ঢেলে দেওয়া।

৩ এতে হাওয়ারীদের উদ্দেশ্য ছিলো যে, আল্লাহ পাক কি এ ব্যাপারে আপনার দোয়া কবুল করবেন?। আপনার রব এমন করতে পারবে কি না?- এ উদ্দেশ্য ছিলো না। কেননা তারা আল্লাহ পাকের কুদরতের উপর ঈমান রাখতেন।

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩. (হাওয়ারীগণ) বললো, আমরা চাই যে, তা হতে যেন আহার করতে পারি এবং আমাদের অন্তর যেন পরিতৃপ্ত হয়ে যায়; আর আমরা যেন স্বচক্ষে দেখতে পারি যে, আপনি আমাদেরকে সত্য বলেছেন আর আমরা যেন তার সাক্ষী হয়ে যাই।

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪. ঈসা ইবনে মারইয়াম বলল, হে আল্লাহ্! হে আমাদের রব! আমাদের উপর আসমান হতে একটি দস্তরখান অবতীর্ণ করো, যা আমাদের জন্য ও আমাদের পরবর্তীদের জন্য ঈদ হবে এবং তোমার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে।[১] আর আমাদেরকে রিযিক দান করো, আর তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫. আল্লাহ্ বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপর তা অবতীর্ণ করবো। অতঃপর এর পরবর্তীতে তোমাদের মধ্যে যে কুফরী করবে তবে আমি তাকে এমন শাস্তি দেবো যা সমগ্র জগতে আর কাউকে দেয়নি।

টীকা:

১ এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেলো, যেদিন আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয় সেদিন ঈদের দিন পালন করা, খুশি উদযাপন করা, ইবাদত করা এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা নেককারদের কর্মপদ্ধতি। নিশ্চয়ই হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র আগমন অকাট্যভাবে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ নিয়ামত এবং সুমহান দয়া। এজন্য হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র জন্মদিবসে ঈদ পালন করা, মিলাদ শরীফ পড়ে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করা, আনন্দ প্রকাশ করা উত্তম ও প্রশংসামূলক কাজ আর তা হলো আল্লাহ পাকের মকবুল বান্দাদের কর্মপদ্ধতি।

وَ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ
اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ
مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ۗ
بِحَقٍّ ؕ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ؕ
تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِيْ
نَفْسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١١٦﴾

১১৬. আর যখন আল্লাহ্ বলবেন,[১] হে ঈসা ইবনে মারইয়াম, তুমি কি মানুষকে বলেছিলে- তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার মাকে মাবুদ বানাও?' তখন সে বলবে, (হে আল্লাহ) তুমি পবিত্র। আমার জন্য কখনো বৈধ নয় 'এমন কথা বলা', যা বলার অধিকার আমার নেই। যদি আমি এমন বলতাম, তবে তা অবশ্যই তোমার জানা থাকতো। তুমি জানো যা আমার অন্তরে রয়েছে এবং আমি জানি না যা তোমার জ্ঞানে রয়েছে। নিঃসন্দেহে তুমিই সমস্ত অদৃশ্য সম্বন্ধে খুব জ্ঞাত।[২]

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِيْ بِهٖٓ اَنِ
اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ
عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا
تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ؕ

১১৭. আমি তাদেরকে তা বলেছিলাম যা বলার নির্দেশ তুমি আমাকে দিয়েছিলে। তা হলো - তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো, যিনি আমারও রব এবং তোমাদেরও রব; আর আমি তাদের সম্বন্ধে অবগত ছিলাম যতদিন যাবৎ আমি তাদের মাঝে ছিলাম। অতঃপর যখন তুমি আমাকে উত্তোলন করেছো[৩] তখন

وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم

টীকা:

১ এই আয়াতেও কিয়ামতের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক খ্রিষ্টানদের তিরস্কার করার জন্য ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে এ কথা বলবেন।

২ জ্ঞানকে আল্লাহ পাকের দিকে সম্পৃক্ত করা আর কার্যকলাপ তার উপর সমর্পন করা, আল্লাহ পাকের শানের সামনে বিনয় প্রকাশ করা এটি হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام 'র উন্নত আদবের বহিঃপ্রকাশ।

৩ এই শব্দ দ্বারা কাদিয়ানিরা হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام 'র ওফাত লাভের যুক্তি প্রদর্শন করে। তাদের এই যুক্তি ভুল, কেননা আরবি শব্দ (تَوَفّٰى) মৃত্যুর জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং কোনো বস্তুকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা বোঝায়, হোক তা মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়। তদুপরি যেহেতু এই প্রশ্ন-উত্তর কিয়ামত দিবস সম্পর্কিত এবং (تَوَفّٰى) শব্দের অর্থ মৃত্যু ধরে নেওয়া হয় তবুও তা দ্বারা হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام 'র আসমান থেকে জমিনে অবতরণের পূর্বে ওফাত লাভ করা- তা হতে প্রমাণিত হয় না।

وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١١٧﴾	তুমিই তাদের পর্যবেক্ষণ করতে আর তুমি প্রতিটি বিষয়ে সাক্ষী।
اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١١٨﴾	১১৮. যদি তুমি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তোমারই বান্দা আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করো, তবে নিঃসন্দেহে তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١١٩﴾	১১৯. আল্লাহ্ বললেন, এই (কিয়ামত) হলো সেই দিন, যেদিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতা উপকার করবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহমান। তারা চিরদিন সেখানেই থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই হলো মহা সাফল্য।
لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ؕ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٢٠﴾ ع	১২০. আসমানসমূহ ও জমিন এবং যা কিছু এর মধ্যে রয়েছে সবকিছুর রাজত্ব আল্লাহ্রই জন্য আর তিনি প্রতিটি বিষয়ে ক্ষমতাবান।
٦ سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ ٥٥ اٰياتها ١٦٥ ركوعاتها ٢٠	**সূরা : আনয়াম,মাক্কী** **আয়াত: ১৬৫, রুকূ: ২০**
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	আল্লাহর নামে শুরু যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ	১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং

ع ١٦ ٢

الْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ؕ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ①

অন্ধকাররাশি ও নূর সৃষ্টি করেছেন, তবুও কাফেররা তাদের রবের সমকক্ষ দাঁড় করায়।[১]

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ②

২. তিনিই, যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর একটি মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন এবং তার কাছে আরেকটি নির্দিষ্ট কাল রয়েছে, তারপরও তোমরা সন্দেহ করো।

وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ③

৩. আর তিনিই আল্লাহ্, যিনি আসমানসমূহে এবং জমিনে (ইবাদতের যোগ্য)[২] । তিনি তোমাদের প্রতিটি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন আর তিনি তোমাদের সব কাজ সম্পর্কে জানেন।

وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ④

৪. আর তাদের কাছে তাদের রবের নিদর্শনাদি থেকে এমন কোনো নিদর্শন আসে না, যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় না।

টীকা:

১ মুফাসসিরদের বর্ণনা অনুযায়ী (بِرَبِّهِمْ) শব্দের সম্পর্ক (يَعْدِلُوْنَ) এর সাথে। আর (يَعْدِلُوْنَ) এর এক অর্থ হলো (عدول) অর্থাৎ বিমুখ হওয়া। এই ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হবে কাফেররা স্বীয় রব হতে বিমুখ হয়। অন্য আরেকটি অর্থ হলো (تسويه) অর্থাৎ সমতা। এই ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হবে কাফেররা স্বীয় রবের সমকক্ষ দাঁড় করায়। তাছাড়া এও হতে পারে (بِرَبِّهِمْ) শব্দটি এর পূর্ববর্তী শব্দ (كَفَرُوْا) 'র সাথে সম্পর্কিত, তখন অর্থ হবে ওই সমস্ত লোক যারা স্বীয় রবের সাথে কুফরী করেছে তারা (তার থেকে) বিমুখ হয় বা (তার) সমকক্ষ দাঁড় করায়।

২ আল্লাহ পাক আসমান ও জমিনে অবস্থান করেন - আয়াতের অর্থ তা নয় বরং এর অর্থ হলো প্রত্যেক স্থানে তার ইবাদত হচ্ছে, প্রত্যেক স্থানে তিনিই প্রকৃত রব, প্রত্যেক স্থানে তাঁরই রাজত্ব বিদ্যমান।

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَٰٓؤُا مَا كَانُوا بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ۝٥

৫. অতঃপর, নিঃসন্দেহে তারা সত্যকে অস্বীকার করেছে যখন তাদের কাছে এসেছে। সুতরাং অচিরেই তাদের কাছে সেই সব বিষয়ের সংবাদ আসবে যা নিয়ে তারা উপহাস করতো।

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَٰرَ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَٰهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ۝٦

৬. তারা কি দেখেনি, আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি? তাদেরকে আমি দুনিয়ায় এমন শক্তি – সামর্থ্য দান করেছিলাম যা তোমাদেরকে দান করিনি আর তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি, তাদের নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত করেছি; অতঃপর তাদের গুনাহের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করেছি[১] আর তাদের পরে সৃষ্টি করেছি[২] অন্য সম্প্রদায় ।

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَٰبًا فِى قِرْطَاسٍ

৭.আর যদি আমি তোমার উপর কাগজে লিখিত কিছু নাযিল করতাম, তারপর তারা

টীকা:

১ এই আয়াত হতে জানা গেলো- পার্থিব খুশি, ধন দৌলত ও বিলাসিতার আধিক্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির আলামত নয়, অন্যথায় কারুন আল্লাহর দরবারে অনেক বেশি মকবুল হতো। এ থেকে তাদের শিক্ষা নেওয়া উচিৎ যারা মুসলমানদের বিপরীতে কাফেরদের পার্থিব উন্নতি, বৈজ্ঞানিক দক্ষতা, বিলাসিতার আধিক্য, বিপুল আবিষ্কার,ধন-দৌলতের প্রাচুর্য দেখে তাদেরকে আল্লাহর দরবারে মকবুল আর মুসলমানদেরকে প্রত্যাখ্যাত মনে করে। তারা আচার - আচরণে, চাল-চলনে কাফেরদের অনুসরণ করার পরামর্শ দেয়। কাফেরদের এই পার্থিব সাফল্য মকবুল হওয়ার দলিল নয় বরং অবকাশ পাওয়ার দলিল।

২ এই আয়াতে পূর্বের উম্মতের যে অবস্থা ও পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ তাদের শক্তি, ধন-সম্পদ, বিপুল সন্তান - সন্ততি থাকার পরেও কুফরী,অবাধ্যতা এবং নবী عَلَيْهِمُ السَّلَام গণের নির্দেশের বিরোধিতার কারণে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এ হতে বিশেষত কাফেরদের এবং সাধারণত প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। এ জন্য সবার উচিৎ, তাদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া এবং কুফরী, অবাধ্যতা ও গুনাহের কাজ ছেড়ে ঈমান, আনুগত্য,ইবাদত ও নেক কাজে মশগুল হওয়া।

فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧

তাদের হাতে তা স্পর্শ করতো; তবুও কাফেররা বলতো, এ তো সুস্পষ্ট জাদু।

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ؕ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ۝٨

৮. আর (কাফেররা) বললো, তাদের উপর আসমান হতে কোনো ফেরেশতা কেন নাযিল করা হয়নি? অথচ যদি আমি ফেরেশতা নাযিল করতাম, তবে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেতো, তারপর তাদের কোনো অবকাশ দেওয়া হতো না ।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ۝٩

৯. আর যদি আমি নবীকে ফেরেশতা বানাতাম তবুও তাকে পুরুষই বানাতাম এবং তাদের মধ্যে ওই সন্দেহ ঢেলে দিতাম যার মধ্যে এখন তারা পড়ে আছে।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٠ ع

১০. আর হে হাবীব! নিশ্চয়ই তোমার পূর্ববর্তী রাসূলগণের সাথেও উপহাস করা হয়েছে। সুতরাং যারা তাদের (রাসূলগণকে) উপহাস করতো, তাদের উপহাস তাদের উপর নেমে এসেছে।

ع ١٠ ٧

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝١١

১১. তুমি বলে দাও, পৃথিবীতে ভ্রমণ করো। তারপর দেখো- অস্বীকারকারীদের কী পরিণতি হয়েছে!

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ

১২. তুমি বলো, কার?- যা কিছু আসমানসমূহে ও জমিনে রয়েছে? বলো, আল্লাহ্‌র। তিনি নিজের করুণাময় জিম্মায় রহমত লিপিবদ্ধ করে

لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

নিয়েছেন।[১] নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে সমবেত করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা নিজের প্রাণকে ক্ষতিতে ফেলেছে, সুতরাং তারাই ঈমান আনে না ।

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾

১৩. আর সব কিছু তাঁরই, যা কিছু রাতে ও দিনে অবস্থান করে, আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ।

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾

১৪. তুমি বলো , আমি কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবো , যিনি আসমানসমূহের ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা? আর তিনি আহার করান, নিজে আহার করা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তুমি বলো, আমাকে আদেশ করা হয়েছে- আমি যেন সর্বাগ্রে আনুগত্যের জন্য অবনত হই আর তুমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

১৫.তুমি বলো, যদি আমি আমার রবের আদেশ অমান্য করি, তবে আমি মহা দিবসের আযাবের ভয় করি।

টীকা:

১ এতে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ পাক রহমতের ওয়াদা করেছেন। মহান আল্লাহর ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং معاذالله মিথ্যা বলা অসম্ভব। তিনি রহমতের ওয়াদা করেছেন। এই রহমত হচ্ছে ব্যাপক অর্থাৎ দ্বীনী হোক অথবা দুনিয়াবী। নিজের মারিফাত,তাওহীদ এবং ইলমের দিকে হেদায়েত করাও ওই রহমতেরই অর্ন্তভুক্ত। অনুরূপভাবে কাফেরদেরকে সুযোগ দেওয়া আর ত্বরিৎ শাস্তি না দেওয়াও রহমতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এতে তাদের জন্য তাওবা ও ফিরে আসার সুযোগ রয়েছে।

مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ⑯

১৬. সেদিন যার কাছ থেকে আযাব ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবে অবশ্যই তার প্রতি আল্লাহ দয়া করেছেন।[১] আর এই হচ্ছে সুস্পষ্ট সফলতা।

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ⑰

১৭. আর যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ক্ষতি তোমাকে স্পর্শ করে, তবে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমার কোনো কল্যাণ করেন, তবে তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ⑱

১৮. এবং তিনিই তার বান্দাদের উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবগত।

قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ شَهِيْدٌۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۫ وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ؕ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ

১৯. তুমি বলো, সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য কার? বলে দাও, আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ সাক্ষী।[২] আর আমার প্রতি এ কুরআন ওহীরূপে পাঠানো হয়েছে যেন আমি তার মাধ্যমে তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে তা পৌঁছাবে- তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি। তোমরা কি এই সাক্ষ্য দিচ্ছো যে, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য মাবুদও

টীকা:

১ এই আয়াতে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন যার থেকে আযাব প্রত্যাহার করা হবে, তার উপর আল্লাহ পাক দয়া করেছেন। এতে বোঝা গেলো, কিয়ামতের দিন আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া কেবল আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহের কারণে হবে। শুধু নিজের করা নেক আমল নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়, কেননা আমল নাজাত পাওয়ার বাহ্যিক মাধ্যম কিন্তু প্রকৃত মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহ।

২ আল্লাহ পাক হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র সত্যতার সাক্ষ্য বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। (১) আপন বিশেষ বান্দাদের কাছ থেকে সাক্ষ্য নেওয়ার মাধ্যমে দিয়েছেন, (২) হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র উপর যে কালাম অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তার صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুওয়াতের ঘোষণা দিয়েছেন।(৩) হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বহু মুজিযা দান করেছেন। এগুলো সব আল্লাহ পাকের সাক্ষ্য।

أَئِنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

রয়েছে? তুমি বলো, আমি এই সাক্ষ্য দেই না। তুমি বলো, তিনি একমাত্র মাবুদ আর তোমরা যেগুলোকে (আল্লাহর) শরীক মনে করো[১] আমি সেগুলোর প্রতি অসন্তুষ্ট।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ۘ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

২০. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা এই নবীকে এমনভাবে চেনে, যেভাবে তারা নিজেদের সন্তানদের চেনে; (কিন্তু) যারা নিজেদের প্রাণকে ক্ষতিতে নিক্ষেপ করেছে, তারা ঈমান আনে না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾

২১. আর সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? যে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যা রচনা করে, অথবা তার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। নিঃসন্দেহে জালেমরা সফলকাম হবে না।[২]

وقف لازم
وقف لازم ع ٢

টীকা:

১ এতে প্রমাণিত হলো, তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার সাথে সাথে মুসলমানদের উচিৎ ইসলাম বিরোধী প্রতিটি আকিদা ও দ্বীনের ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা বরং তার উপর আবশ্যক হচ্ছে, সকল বেদ্বীন ব্যক্তি আর কুফরী, শিরক ও গুনাহের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা। নিজের চালচলন, কথাবার্তায় ঈমানের ঘোষণা দেওয়া।

২ এই ভীতি প্রদর্শনের মধ্যে কাফের মুশরিকের সাথে সাথে যারা সিনেমা, নাটক অথবা কোনো উপায়ে কুফরী শিখে বলে অথবা সন্তুষ্টচিত্তে শ্রোতারাও অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তারাও আল্লাহ শানের বিপরীত বিষয়কে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করে। তাতে ওই সব স্কলার, বুদ্ধিজীবী, চিন্তকরাও অন্তর্ভুক্ত যারা জেনে-বুঝে কুরআনের ভুল তাফসীর অথবা যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কুরআনের তাফসীর করে। কেননা এরাও আল্লাহ পাকের উপর প্রায়শই মিথ্যা আরোপ করে।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾

২২. আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে সমবেত করবো, অতঃপর মুশরিকদের বলবো, তোমাদের ওই শরীকগুলো কোথায়, যাদের তোমরা (আল্লাহর শরীক) মনে করতে?

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾

২৩. অতঃপর তাদের এছাড়া কোনো অজুহাতই থাকবে না যে, তারা বলবে, আমরা আমাদের রব আল্লাহ্‌র শপথ করছি, আমরা মুশরিক ছিলাম না।

انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. হে হাবীব! দেখো, নিজেদের নিয়ে তারা কেমন মিথ্যা রচনা করেছে? আর তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে ওই সব অপবাদ যা তারা রচনা করতো।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا

২৫. আর তাদের মধ্যে এমনও লোক আছে, যারা তোমার দিকে কান লাগিয়ে শোনে আর আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যেন তারা তা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে বোঝা অর্পণ করেছি , আর যদি তারা সমস্ত নিদর্শনও দেখে তবুও তার উপর ঈমান আনবে না । এমনকি তারা যখন তোমার কাছে তোমার কাছে এসে তর্ক করে, তখন কাফেররা বলে,

إِنْ هٰذَآ إِلَّآ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾	এটা তো পূর্ববর্তী লোকদের গল্প-কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।[১]
وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾	২৬. আর তারা (অন্যদেরকে) তা থেকে বিরত রাখে এবং নিজেরা তা থেকে দূরে পালায়, আর তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে কিন্তু তাদের সেই বোধশক্তি নেই।
وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾	২৭. আর তুমি যদি দেখতে যখন তাদেরকে আগুনের উপর দাঁড় করানো হবে, অতঃপর তারা বলবে, হায়! যদি আমাদেরকে আবার পাঠানো হতো আর আমরা যদি আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার না করতাম ও মুসলমান হতাম।
بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا	২৮. বরং তারা আগে যা গোপন করতো তা তাদের কাছে প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে আর যদি তাদেরকে আবার পাঠানো হয়, তবুও তারা তাই করবে যা

টীকা:

১ মক্কার কাফেররা কুরআন মাজীদকে পূববর্তী লোকদের কাহিনী এজন্য বলতো যে যেভাবে ওই কাহিনীগুলো, যেমন - রুস্তম ও ইসফিনদিয়ার ইত্যাদির কাহিনী ছিলো মিথ্যা, আতিশয্য সহকারে তৈরি আর শুধুমাত্র সময় কাটানোর কাজে লাগে; তদ্রুপ (আল্লাহর পানাহ) কুরআন মাজীদও। এতে ওই কাফেরদের খণ্ডন করা হচ্ছে যে, এ কথা সমম্পূর্ণ মিথ্যা কেননা কুরআনের ঘটনাগুলো অকাট্য সত্য, কুরআনের সংবাদসমূহ সত্য, কুরআনে মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার কথা সত্য, অকাট্য। এতে বর্ণিত ঘটনাগুলো অনেক হিকমতপূর্ণ ও অনেক উপকারী।

عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٢٨﴾	থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিলো আর নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যুক।[১]
وَقَالُوْٓا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٢٩﴾	২৯. আর তারা বলেছিলো, শুধু পার্থিব জীবনই হচ্ছে জীবন আর আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে না।[২]
وَلَوْ تَرٰٓى إِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۭ قَالَ أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۭ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۭ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٠﴾ ع	৩০. আর তুমি যদি দেখো, যখন তাদেরকে তাদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তিনি বলবেন, এ কি সত্য নয়? তারা বলবে, কেন নয়, আমাদের রবের শপথ। তিনি বলবেন, সুতরাং এখন তোমাদের কুফরীর পরিণামস্বরূপ আযাবের স্বাদ উপভোগ করো ।
قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ۭ حَتّٰٓى إِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً	৩১. নিঃসন্দেহে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে, এমনকি যখন তাদের কাছে হঠাৎ

ع ٢ ٩

টীকা:

১ যখন কাফেরদেরকে আগুনে দাঁড় করানো হবে তখন তারা বলবে, হায়! আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। আমরা ওয়াদা করছি, আমরা আমাদের রবের আয়াতকে মিথ্যা বলবো না, ঈমানও আনবো। এর প্রেক্ষিতে বলা হলো যে, কাফেররা যদিও দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু, তারা তাদের দাবিতে সত্য নয়। বরং আসল কথা হলো কিয়ামতের পূর্বে এরা যে নিজেদের মুশরিক হওয়ার বিষয়টি গোপন করতো তা তাদের সামনে (পরিণতি ও বাতিল হওয়া) প্রকাশ হয়ে গেলো। যদি তাদেরকে আবারও দুনিয়াতে পাঠানো হয় তাহলে তারা আবারও তাই করবে যা থেকে তাদের বারণ করা হয়েছিলো আর অবশ্যই তারা তাদের দাবিতে মিথ্যাবাদী।

২ কাফেরদের আকিদাই ছিলো যে, জীবন বলতে কেবল দুনিয়ার জীবন, মৃত্যুর পর আর পুনরুত্থান করা হবে না। এই আকিদার কারণে তারা দুনিয়ার জীবনে উদাসীনতায় লিপ্ত ছিলো। অনুরূপ, মুসলমানদের জন্যও আফসোস, তাদের যদিও অকাট্য আকিদা হচ্ছে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান করা হবে, আমলের জবাব দিতে হবে কিন্তু এর পরও তারা উদাসীনতায় লিপ্ত রয়েছে ।

বি:দ্র: নাস্তিকদেরও আকিদা হচ্ছে যে, জীবন হচ্ছে কেবল দুনিয়ার জীবন। মরার পর কোনো জীবন বা কোনো কিছুই নেই। এই আয়াতে তাদের এই আকিদার খণ্ডন করা রয়েছে।

قَالُوا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٣١﴾

কিয়ামত আসবে, তখন তারা বলবে, হায় আফ্‌সোস! ওই কথার জন্য যা আমরা মানতে অবহেলা করেছি। আর তারা তাদের পাপের বোঝা নিজেদের পিঠের উপর বহন করবে। সাবধান! তারা কতোই নিকৃষ্ট বোঝা বহন করে।

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. আর পার্থিব জীবন কেবল খেলাধুলা মাত্র আর নিঃসন্দেহে পরকালের ঘর উত্তম তাদের জন্য- যারা ভয় করে। সুতরাং তোমরা কি বোঝো না?[১]

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. আমি জানি, তাদের কথা তোমাকে ব্যথিত করে। সুতরাং, নিশ্চয়ই তারা তোমাকে অস্বীকার করে না বরং জালেমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে।[২]

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا

৩৪. আর তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে অস্বীকার করা হয়েছে। তখন তারা অস্বীকার করা ও কষ্ট পাওয়া নিয়ে ধৈর্যধারণ করেছিলো যতক্ষণ না

টীকা:

১ পার্থিব জীবন হচ্ছে তাই যা নফসের আকাঙ্ক্ষা পূরণে অতিবাহিত হয়। অন্যদিকে, যে জীবন আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয় করাতে ব্যয়িত হয় তা পৃথিবীতে কাটানো জীবন বটে কিন্তু তা পার্থিব জীবন নয়। সুতরাং নবীগণ ও নেককারদের জীবন পার্থিব নয় বরং দ্বীনী জীবন । মোটকথা উদাসীন ব্যক্তিদের জীবন ও জ্ঞানীদের জীবনের মধ্যে বিস্তর তফাৎ রয়েছে।

২ আল্লাহ পাকের আয়াতকে অস্বীকার করার অর্থ হলো কুরআন মাজীদকে অস্বীকার করা। এই আয়াতের অর্থ এমনও হতে পারে যে - হে হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনাকে অস্বীকার করা মানে আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করা আর অস্বীকারকারীরা জালিম অর্থাৎ আপনাকে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অস্বীকার করা মানে আল্লাহকে অস্বীকার করা।

حَتّٰۤى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ
لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ
نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٤﴾

তাদের কাছে আমার সাহায্য এসেছে। আর আল্লাহ্‌র বাণীকে পরিবর্তন করবে- এমন কেউ নেই এবং তোমার কাছে রাসূলগণের সংবাদ এসেছে ।

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ
فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى
الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ
بِاٰيَةٍ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى
الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. আর যদি তাদের মুখ ফেরানো তোমার কাছে কষ্টের হয়; তবে যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে জমিনে কোনো সুড়ঙ্গ অথবা আসমানে কোনো সিঁড়ি খুঁজে বের করে তাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে এসো, আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদেরকে হেদায়েতের উপর একত্রিত করতেন । সুতরাং, হে শ্রোতা! তুমি কখনো বেখবর হয়ো না।[১]

اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ؕ وَ
الْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬.শুধু তারাই মানে যারা শোনে আর আল্লাহ্ সেই মৃত অন্তরগুলোকে জীবিত করবেন, অতঃপর তার দিকে তাদের প্রত্যাবর্তিত করা হবে।

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ
قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰۤى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً

৩৭. আর তারা বললো, তার উপর তার রবের কাছ থেকে কোনো নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয় না?। তুমি বলে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যে কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ করতে সক্ষম, কিন্তু

النصف وقف غفران وقف منزل
عبدالبصیر علی سعدون

টীকা:

১ হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র প্রবল ইচ্ছা ছিলো সবাই যেন ইসলাম কবুল করে। কেউ যদি ইসলাম থেকে দূরে থাকতো তা হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে খুবই ব্যথিত করতো। এ দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে যে, মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনায় আল্লাহ পাকের হিকমতে তাকওয়ীনী (সৃষ্টি সংক্রান্ত প্রজ্ঞা) রয়েছে যার মধ্যে একটি হলো একটি বড় অংশের ঈমান আনবে না। সুতরাং হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহর ইচ্ছার সামনে অবনত হয়ে ছিলেন।

وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٧﴾	অধিকাংশ লোক জানে না।
وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٨﴾	৩৮. আর পৃথিবীতে বিচরণশীল কোনো প্রাণী কিংবা নিজ ডানায় ওড়ে এমন কোনো পাখি নেই যারা তোমাদের মতো উম্মত[১] নয়। আমি এ কিতাবের মধ্যে কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করতে বাদ রাখিনি।[২] অতঃপর তাদেরকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে।
وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِي الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٩﴾	৩৯. আর যারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছে তারা বধির ও বোবা, অন্ধকারে (নিমজ্জিত)। আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান সঠিক পথ দান করেন।
قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ	৪০. তুমি বলো- তোমরা বলো দেখি, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব এসে পড়ে অথবা কিয়ামত এসে যায় তবে কি তোমরা

টীকা:

১ এই সাদৃশ্য সব বিষয়ে নয় বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিদ্যমান। সেসব ক্ষেত্রে কতিপয় মুফাসসির বলেছেন, পশু পাখিরাও তোমাদের মতো আল্লাহ পাককে চেনে, তাঁকে এক হিসেবে মানে, তার তাসবীহ পড়ে এবং তাঁরই ইবাদত করে। কারো অভিমত হলো তারা মাখলুক হওয়ার দিক দিয়ে তোমাদের মতো। কেউ বলেছেন তারা মানুষের মতো পারস্পরিক ভালোবাসা রাখে, একে অপরকে বোঝে এবং বোঝায়। কারো বক্তব্য হচ্ছে রিযিক অন্বেষণ, ধ্বংস থেকে বাঁচা এবং নারী-পুরুষের পার্থক্যের দিক দিয়ে তারা তোমাদের মতো। কেউ বলেছেন জন্ম, মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে হিসাব নিকাশের জন্য পুনরুত্থানের দিক দিয়ে তারা তোমাদের মতো।

২ কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআনুল করীম অথবা লাওহে মাহফুয। আয়াতের অর্থ হলো সকল ইলম ও (مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ) অর্থাৎ সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর জ্ঞান এতে বর্ণিত রয়েছে এবং প্রতিটি বস্তুর জ্ঞান এতে বিদ্যমান রয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র ইলমে কুল্লী (জ্ঞানের সামগ্রিকতা) সাব্যস্ত হলো, কেননা সকল ইলম লাওহে মাহফুয অথবা কুরআনে রয়েছে আর এই কিতাবগুলো হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র ইলমে বিদ্যমান রয়েছে।

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٠﴾

আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে আহ্বান করবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ﴿٤١﴾ ع

৪১.বরং তোমরা সেই (আল্লাহ)কে ডাকবে। সুতরাং আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তবে তিনি বিপদ দূর করবেন যে কারণে তোমরা তাকে আহ্বান করছো, আর তোমরা শরীকদের ভুলে যাবে ।

ع ١١ ١٠

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. আর নিশ্চয়ই আমি তোমার পূর্ববর্তী উম্মতের প্রতি রাসূল প্রেরণ করেছি, তখন তাদেরকে কঠোরতা ও কষ্ট দিয়ে পাকড়াও করেছি, যাতে তারা অনুনয় বিনয় করে।

فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. অতএব, যখন তাদের উপর আমার আযাব এলো, তখন তারা অনুনয় বিনয় কেন করলো না? বরং তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছিলো এবং শয়তান তাদের কার্যকলাপ তাদের জন্য সুশোভিত করে রেখেছিলো।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. অতঃপর যখন তারা ওই উপদেশসমূহ ভুলে গেলো, যা তাদের দেওয়া হয়েছিলো, তখন আমি তাদের জন্য প্রতিটি বস্তুর দ্বার উন্মুক্ত করেছি; এমনকি যখন তাদের যা দেওয়া হয়েছিলো তা নিয়ে তারা আনন্দিত হলো, তখন আমি হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম, অতঃপর এখন তারা নিরাশ হয়ে

আছে।[১]

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾

৪৫. অতঃপর জালেমদের শিকড় কেটে ফেলা হলো আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের রব।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾

৪৬. তুমি বলো, (হে লোকেরা!) বলো দেখি, যদি আল্লাহ্ তোমাদের কান ও চোখ কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরগুলোতে মোহর লাগিয়ে দেন, তবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ আছে যে তোমাদের এসব এনে দেবে? দেখো, কিভাবে আমি বিভিন্নরূপে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করি। তবুও এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় ।

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭. তুমি বলো, তোমরা বলো দেখি, যদি তোমাদের উপর হঠাৎ অথবা প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র আযাব আসে, তবে জালেম সম্প্রদায় ছাড়া আর কারা ধ্বংস হবে?

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۚ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا

৪৮. আর আমি রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি। সুতরাং যারা ঈমান আনে আর নিজেদের সংশোধন করে,

টীকা:

১ কুফরী এবং গুনাহের পরেও দুনিয়াতে সুখ-শান্তি লাভ করা হচ্ছে মূলত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ছাড় । সাধারণত মানুষ এতে আরো উদাসীন হয়ে গুনাহের ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে যায় বরং কখনো মনে করে গুনাহ ভালো বিষয়, নয়তো আমরা এই নিয়ামতগুলো পেতাম না- এমন কথা বলা কুফরী। এতে ওই সকল নামধারী বুদ্ধিজীবিদের শিক্ষা নেওয়া উচিৎ যারা কাফেরদের উন্নতি দেখে ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যায়। তারা মুসলমানদের আর্থিক দুরাবস্থার কথা উল্লেখ করে কাফেরদেরকে অন্ধ অনুসরণের শিক্ষা দেয়, ইসলামের লজ্জাশীলতার আদর্শ ও ব্যবসার শরয়ী আইনকে পদদলিত করার পরামর্শ দেয়।

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾	তাদের কোনো ভয় নেই আর তারা চিন্তিতও হবে না।[১]
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾	৪৯. আর যারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছে, তাদের অনবরত অবাধ্যতার দরুণ তাদের কাছে আযাব পৌঁছবে।
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾ ع	৫০. (হে হাবীব!) তুমি বলে দাও, আমি তোমাদেরকে বলি না যে আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভান্ডার রয়েছে এবং এ কথাও বলি না যে, আমি নিজ থেকে অদৃশ্যের বিষয়ে অবগত হই।[২] আর তোমাদের এও বলি না যে আমি ফেরেশতা। আমি শুধুমাত্র সেই ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। তুমি বলো, তবে কি অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে? তবে কি তোমরা চিন্তা ভাবনা করো না?'
وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ	৫১. আর এই কুরআনের মাধ্যমে তাদের সতর্ক করো, যাদের এ ভয় আছে যে, তাদেরকে তাদের রবের দিকে এভাবে

ع ١١

টীকা:

১ এতে বোঝা গেলো, পরকালীন নাজাতের জন্য ঈমান ও নেক আমল উভয়ই আবশ্যক। ঈমান আনার পরে যারা নিজেকে নেক আমলের অমুখাপেক্ষী মনে করে এবং ঈমান আনা ব্যতীত যারা নিজের নেক আমলকে নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করে তারা উভয়েই বোকার স্বর্গে বাস করছে। তবে এ দুই ক্ষেত্রে প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে বেঈমান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম।

২ এই আয়াতে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র যাতী ইলম (সত্তাগত জ্ঞান)'র অস্বীকৃতি রয়েছে। এতে কোনোভাবেই ইলমে আতায়ী (প্রদত্ত জ্ঞান)'র অস্বীকৃতি উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা এমন হলে আয়াতের মধ্যে তা'আরুয (দ্বন্দ্ব) সৃষ্টি হবে অথচ কুরআনের আয়াতগুলোর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে না।

دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٥١﴾

পুনরুত্থিত করা হবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া তাদের না কোনো সাহায্যকারী থাকবে আর না কোনো সুপারিশকারী।[১] (তাদেরকে) এ আশায় (ভীতি প্রদর্শন করো) যেন তারা পরহেযগার হয়।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ
بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ
مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّ
مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ
فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. আর তাদের বিতাড়িত করো না যারা সকাল-সন্ধ্যা নিজেদের রবকে তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে আহ্বান করে। তাদের কোনো হিসাব তোমার উপর নেই এবং তোমার কোনো হিসাবও তাদের উপর নেই। এরপর যদি তুমি তাদের বিতাড়িত করো, তবে এ কাজ ন্যায়-বহির্ভূত হবে ।

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ
مِّنْۢ بَيْنِنَا ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ

৫৩.আর এভাবেই আমি একদল লোককে অন্যদলের লোকের দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা বলে, এরা কি সেই লোক-আমাদের মধ্য থেকে যাদের আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত

টীকা:

১ কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে কোনো সুপারিশকারী এবং সাহায্যকারী হবে না, তবে আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে সুপারিশকারী হবে। যেমন নবী, ওলী, শহীদ, নেককার, আলিম, হাজী প্রমুখ- এরা সবাই আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে মানুষের সাহায্য ও সুপারিশ করবেন। তা বিভিন্ন প্রকারে হবে, যেমন- কারো শাফায়াত ভালোবাসার কারণে, কারো শাফায়াত সম্মানের কারণে, কারো শাফায়াত অনুমতিক্রমে হবে।

بِالشّٰكِرِيْنَ ﴿٥٣﴾	ননন?[১]
وَإِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥٤﴾	৫৪. আর যখন তোমার নিকট তারা উপস্থিত হবে, যারা আমার নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান আনে, তখন তাদের বলো, তোমাদের উপর সালাম, তোমাদের রব নিজের করুণাময় জিম্মায় রহমত আবশ্যক করেছেন আর তা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি না জেনে কোনো মন্দকাজ করে, অতঃপর তাওবা করে এবং নিজের সংশোধন করে, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু।
وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٥٥﴾ ع	৫৫. আর এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি, যাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে যায়।
قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّآ اَتَّبِعُ	৫৬. তুমি বলো, আমাকে তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে, আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদত করো। তুমি বলো, আমি তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করি না,

টীকা:

১ এই আয়াতগুলো থেকে অনেক দ্বীনী লোক বরং স্বয়ং ধনীদেরও শিক্ষা নেওয়া উচিৎ, কেননা আমাদের যুগে এই প্রবণতা রয়েছে যে, ধনীদের সম্মান করা ও গরিবদেরকে অবজ্ঞার চোখে দেখা, গরিবদের মনে কষ্ট দেওয়া ও ধনীদের সামনে বিনয় প্রকাশ করা। স্বয়ং ধনীদের আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, আমাদেরকে যেন একটু আলাদাভাবে দেখা হয়; আমাদের জন্য যেন স্পেশাল সময় দেওয়া হয়; আমরা এলে হুযুররা যেন সব ব্যস্ততা ছেড়ে পেছন-পেছন ঘোরে। গরিব লোক পাশে বসলে ধনীরা তাদের সম্মানহানি মনে করে; গরিবের কাপড়ে দুর্গন্ধ খুঁজে পায়, গরিবের পাশে বসলে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, গরিবের সাথে মুসাফাহা করলে তাদের হাতে জীবাণু লেগে যায়। মোটকথা এসব অহংকার ও ঔদ্ধত্যের বিষয়, এসব থেকে বাঁচা আবশ্যক।

اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿٥٦﴾	যদি (তাই হতো) আমি পথ হারিয়ে ফেলতাম এবং হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না ।
قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ﴿٥٧﴾	৫৭. তুমি বলো, আমি আমার রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি এবং তোমরা তা অস্বীকার করেছো। যে (আযাব আসার জন্য) তোমরা তাড়াহুড়া করছো তা আমার আয়ত্বে নেই। হুকুম কেবল আল্লাহ্‌রই।[১] তিনি সত্য বর্ণনা করেন আর তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।
قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٨﴾	৫৮. তুমি বলো, যদি সেই (আযাব) আমার কাছে থাকতো যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছো, তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিষয়াদি শেষ হয়ে যেতো; আর আল্লাহ্ জালেমদেরকে ভালভাবেই জানেন।
وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا	৫৯. আর তাঁর কাছেই আছে অদৃশ্যের চাবি।তিনি ছাড়া আর তা কেউ জানে না।[২]

টীকা:

১ কাফেররা উপহাস করে হুযুরصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বলতো, আমাদের উপর দ্রুত আযাব নাযিল করুন। এই আয়াতে তাদেরকে জবাব দেওয়া হয়েছে এবং পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে যে, এমন আবেদন করা একেবারেই ভুল। কেননা আযাব অবতীর্ণ করা আল্লাহ পাকের কাজ, অন্য কারো নয়। তবে, হ্যাঁ যদি হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এজন্য দোয়া করেন তবে তা ভিন্ন বিষয়। যেমন নূহ عَلَيْهِ السَّلَام'র দোয়ার কারণেই তার সম্প্রদায়ের উপর আযাব এসেছিলো।

২ অদৃশ্যের চাবি আল্লাহর কাছেই রয়েছে। তিনি ছাড়া তা কেউ জানেনা। এই বিশেষত্বের ব্যাখ্যা হলো যে প্রাথমিকভাবে তা আল্লাহ কর্তৃক অবগত করানো ব্যতীত এর প্রকৃত বাস্তবতা কারো কাছে প্রকাশিত হয় না। তদুপরি এই আয়াতে এই বিষয়ের অস্বীকৃতি নেই যে, আল্লাহ পাক কতিপয় নবী عَلَيْهِمُ السَّلَامও আওলিয়া কেরামকে কতিপয় অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন। কেননা তাও কুরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

هُوَ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

জলে-স্থলে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। আর তাঁর অজ্ঞাতসারে গাছের একটি পাতাও পড়ে না এবং জমিনের অন্ধকারে কোনো বীজও পতিত হয় না । আর ভেজা কিংবা শুকনো এমন কোনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত নেই।

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾

৬০. আর তিনিই- যিনি রাতে তোমাদের রূহসমূহ কবজ করেন এবং যা দিনে উপার্জন করো তা জানেন। অতঃপর তোমাদেরকে দিনে জাগিয়ে দেন,[১] যাতে নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা তোমরা করতে।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ

৬১. আর তিনিই তার বান্দাদের উপর প্রতাপশালী এবং তিনি তোমাদের কাছে রক্ষক প্রেরণ করেন,[২] এমনকি যখন তোমাদের মধ্যে

ع ٧ ١٣

টীকা:

১ আয়াতে প্রথমে নিদ্রা আচ্ছন্ন করা এবং পরে জাগ্রত করার বর্ণনা রয়েছে। এতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা সম্পর্কিত স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। যে রব এই বিষয়ে সক্ষম যে, প্রতিদিন নিদ্রাকালে এক প্রকারের মৃত্যু তোমাদের মাঝে সংঘটিত করেন যাতে তোমাদের অনুভূতি আর প্রকাশ্য কর্ম যেমন- দেখা, শোনা, বলা, চলা, ধরা ইত্যাদি মুলতবি হয়ে যায় এবং এরপর জাগ্রত হওয়ার সময় সেই রব সমস্ত অঙ্গকে কার্যক্ষমতা দান করেন। সুতরাং সেই রব সৃষ্টিকুলকে তাদের প্রকৃত মৃত্যুর পর জীবন দানে সক্ষম।

২ এতে ওই ফেরেশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা আদম সন্তানদের নেকী ও গুনাহ লেখেন, তাদের কিরামান কাতিবীন বলা হয়। প্রতিটি আমল লিখে রাখা হয়। কিয়ামতের দিন সেই আমলনামা সমস্ত মাখলুকের সামনে পাঠ করা হবে। সে সময় গুনাহের কারণে বহু লাঞ্ছনার শিকার হতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের এই লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দিন, آمين।

اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿٦١﴾	কারো মৃত্যু আসে, তখন আমার ফেরেশতারা[১] তার রূহ কবজ করে আর তারা কোনো অবহেলা করে না।
ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ؕ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۫ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٢﴾	৬২. অতঃপর তাদেরকে তাদের প্রকৃত মালিক আল্লাহর দিকেই ফিরিয়ে আনা হবে। শোনো, কর্তৃত্ব তাঁরই, আর তিনিই সর্বাপেক্ষা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।
قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾	৬৩. তুমি বলো, তোমাদেরকে জল-স্থলের অন্ধকার(বিপদ) থেকে কে রক্ষা করেন? তোমরা তাকে অনুনয় বিনয় করে ও গোপনে আহ্বান করো, (এবং তোমরা বলো যে,) যদি তিনি আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো।
قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾	৬৪. তুমি বলো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সেসব বিপদ এবং প্রতিটি অস্থিরতা থেকে মুক্তি দান করেন, তারপরও তোমরা শিরক করো।
قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ	৬৫. তুমি বলো, তিনি তোমাদের উপর থেকে কিংবা তোমাদের পায়ের নিচে থেকে তোমাদের প্রতি আযাব প্রেরণ করতে, অথবা বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে

টীকা:

১ এই ফেরেশতা দ্বারা মালাকুল মাওত হযরত আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে বোঝানো হয়েছে এই ক্ষেত্রে(رُسُل) বহুবচন শব্দটি সম্মানের জন্য এসেছে অথবা এতে মালাকুল মাওত হযরত আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এবং তার সাহায্যকারী ফেরেশতাদের বোঝানো হয়েছে ।

اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾	পরস্পর লড়িয়ে দিতে[১] এবং তোমাদেরকে পরস্পরের লড়াইয়ের স্বাদ গ্রহণ করিয়ে দিতে সক্ষম। দেখো, আমি কীভাবে বারবার আয়াতগুলো বর্ণনা করছি, যাতে তারা বুঝতে পারে।
وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦٦﴾ ؕ	৬৬. আর তোমার সম্প্রদায় তা অস্বীকার করেছে অথচ তা সত্য । তুমি বলো, আমি তোমাদের রক্ষক নই।
لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۫ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٧﴾	৬৭. প্রতিটি সংবাদের একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে[২] আর অচিরেই তোমরা জেনে যাবে।
وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى	৬৮. আর হে শ্রোতা! যখন তুমি তাদেরকে দেখো, যারা আমার আয়াতসমূহকে নিয়ে অনর্থক কথাবার্তা বলে তখন তাদের কাছ থেকে বিমুখ হও, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা অন্য কথায় ব্যস্ত না হয়, যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণে আসার পর জালেমদের

টীকা:

১ আল্লাহ পাকের সুন্নাতে জারিয়াহ হলো যে, তিনি তার হুকুম অমান্য করার কারণে মানুষকে পরস্পর লড়াই করিয়ে, তাদেরকে তার আযাবের স্বাদ আস্বাদন করান, যেমন আমাদের যুগে এর বহু উদাহরণ পাওয়া যায়।

২ এতে বোঝা গেলো যে, আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে কাফের ও গুনাহগারদের জন্য আযাবের যে সংবাদ দিয়েছেন তা যে যথা সময়ে ঘটবে- তা সুনিশ্চিত। এই ঘোষণা শোনার পরেও কুফরীতে অটল থাকা আর গুনাহে লিপ্ত থাকা সীমাহীন বোকামির পরিচয়।

مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٨﴾

পাশে বসো না।[১]

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. আর পথভ্রষ্টদের কোনো হিসাব পরহেযগারদের উপর নেই; কিন্তু উপদেশ দেওয়া (কর্তব্য) যাতে তারা পরিহার করতে পারে ।

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۭ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّ

৭০. আর তাদের বর্জন করো যারা নিজেদের দ্বীনকে উপহাস ও খেল-তামাশা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদের ধোঁকায় ফেলেছে[২]; আর কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দাও যাতে কোনো ব্যক্তি তার কৃতকর্মের কারণে ধ্বংসের শিকার না হয়। আল্লাহ ছাড়া তার জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে আর না কোনো সুপারিশকারী । আর যদি সে নিজের বিনিময়ে সকল মুক্তিপণ প্রদান করে তবুও তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না। এরাই তারা যাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে ধ্বংস করা হয়েছে। তাদের জন্য তাদের কুফরীর কারণে রয়েছে ফুটন্ত

টীকা:

১ এই আয়াতে কাফের, বেদ্বীনদের সংস্পর্শে বসতে নিষেধ করা হয়েছে । বলা হয়েছে যে তাদের কাছে বসো না; যদি ভুল করে বসো, তাহলে স্মরণে আসার সাথে সাথে উঠে যাও। এতে বোঝা গেলো, কাফের ও বেদ্বীনদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়া, অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়। তবে ওই ওলামায়ে কেরাম যারা ওই পথভ্রষ্টদের খণ্ডন করার জন্য যায়- তারা এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়।

২ পার্থিব জীবনের ধোঁকা হলো, অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসার প্রাধান্য পাওয়া ও পার্থিব জীবনে তৃপ্ত হয়ে নিজের আখিরাত হতে উদাসীন হয়ে যাওয়া। কাফেররা এই ধোঁকায় খুব ভালো করে পড়ে গেছে। অন্যদিকে বর্তমানে অনেক মুসলমানও এতে লিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে । আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়েত দান করুক এবং নিজের আখিরাতকে সর্বোত্তম করার ভরপুর মনোযোগ ও চেষ্টার তৌফিক দান করুক।

ع ١٣

عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

৭১. তুমি বলো,আমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করবো, যা আমাদের না কোনো উপকার করতে পারে আর না কোনো ক্ষতি? আর আল্লাহ যখন আমাদেরকে হেদায়েত করেছেন তখন আবার কি আমরা উল্টো দিকে ফিরে যাবো। আমরা কি আমাদের অবস্থা ওই ব্যক্তির মতো করে নেবো যাকে শয়তান জমিনে পথ ভুলিয়ে দিয়েছে, সে দিশেহারা। তার সঙ্গী তাকে পথের দিকে আহ্বান করছে যে, এদিকে এসো। তুমি বলো, আল্লাহর হেদায়েতই প্রকৃত হেদায়েত; আর আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা তার জন্য অবনত হই, যিনি সমগ্র জগতের পালনকর্তা।[১]

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾

৭২. আর নামায কায়েম করো এবং তাঁকেই ভয় করো। আর তিনিই, যার দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

টীকা:

১ এই আয়াতে হক ও বাতিলের দাওয়াত প্রদানকারীদের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। যার সারমর্ম হলো সফর কালে এক লোককে শয়তান তার লক্ষ্যস্থল থেকে বিচ্যুত করে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করলো। তার সাথী তাকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করতে লাগলো, সে দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছিলো কোথায় যাবে? এখন সে যদি শয়তানের নির্দেশিত পথে হাঁটা শুরু করে তাহলে সে ধ্বংস হবে আর যদি তার সাথীর কথা শুনে তাহলে নিরাপদ থাকবে ও লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবে। এমন অবস্থা ওই ব্যক্তির হবে যে ইসলামের পথ থেকে সরে শয়তানের পথে হাঁটা শুরু করেছে আর মুসলমানরা তাকে সঠিক পথের দিকে আহবান করছে। এখন যদি সে মুসলমানদের কথা মেনে নেয় তাহলে সে নাজাত পাবে অন্যথায় ধ্বংস হবে।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۗ قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿٧٣﴾

৭৩. আর তিনিই, যিনি যথাযথভাবে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, আর যেদিন প্রতিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুকে বলবেন, হয়ে যাও, তখন তা তৎক্ষনাৎ হয়ে যাবে। তাঁর বাণী সত্য; আর যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন তাঁরই রাজত্ব হবে; (তিনি) প্রতিটি গোপন ও প্রকাশ্য সম্পর্কে জানেন। আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْۤ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٤﴾

৭৪. আর স্মরণ করো! যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে[১] বললো, তুমি কি মূর্তিগুলোকে তোমার উপাস্য বানাচ্ছো? নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে ও তোমার সম্প্রদায়কে সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

وَكَذٰلِكَ نُرِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. আর এভাবেই আমি ইবরাহীমকে আস্‌মানসমূহ ও জমিনের মহা রাজত্ব দেখাতাম আর এজন্য দেখাতাম যে, সে যেন সচক্ষে-দেখা দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ

৭৬. অতঃপর যখন তার উপর রাতের অন্ধকার ছেয়ে গেলো তখন সে একটা নক্ষত্র

টীকা:

১ এখানে আয়াতে 'আযর' এর জন্য (اٰزَرَ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, এর শাব্দিক অর্থ হলো পিতা, কিন্তু প্রচলিতভাবে চাচার জন্যও এ শব্দটি অনেক ব্যবহৃত হয়। এখানে এ শব্দ দ্বারা চাচাকে বোঝানো হয়েছে, যেমন - কামুসুল মুহীত খণ্ড-১, পৃষ্ঠা- ৪৯১ -তে উল্লেখ রয়েছে যে, আযর হচ্ছে হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام 'র চাচার নাম। আর ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও (مَسَالِكُ الْحُنَفَاءِ) কিতাবে এমনটি লিখেছেন। চাচাকে পিতা ডাকা গোটা বিশ্বেই প্রচলিত, বিশেষ করে আরব বিশ্বে এবং কুরআন- হাদিসেও চাচাকে বাবা বলার উদাহরণ রয়েছে।

هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٦﴾

দেখলো। সে বললো, তুমি কি একে আমার রব স্থির করছো? অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন সে বললো, যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না [১]।

فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. অতঃপর যখন চাঁদকে ঝলমল করতে দেখলো, তখন বললো, একে কি আমার রব বলছো? অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন বললো, যদি আমাকে আমার রব হেদায়েত না করতেন, তবে আমিও পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হতাম'।

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. অতঃপর যখন সূর্যকে ঝলমল করতে দেখলো, তখন বললো, একে কি আমার রব বলছো? এটা তো ওই সবগুলোর চাইতে বড়। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়, আমি ওই সব বস্তুর প্রতি অসন্তুষ্ট, যাকে তোমরা (আল্লাহর) সাথে শরীক করছো ।

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا

৭৯. আমি প্রত্যেক বাতিল থেকে পৃথক হয়ে আমার মুখ তাঁরই দিকে ফেরালাম, যিনি আস্‌মান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন আর আমি

টীকা:

১ হযরত ইবরাহীম (عَلَيْهِمُ السَّلَام) 'র যুগে লোকেরা মূর্তি, চাঁদ, তারা, সূর্যের পূজা করতো, সুতরাং তিনি (عَلَيْهِمُ السَّلَام) খুব চমৎকারভাবে ওই বস্তুগুলোর খোদা হওয়ার দাবি খণ্ডন করলেন যে, যা পরিবর্তনশীল , উদিত হয়, আবার ডুবে যায় তা খোদা হতে পারে না।

مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٧٩﴾

মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।[১]

وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ؕ وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. আর তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলে (ইবরাহীম) বললো, তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সাথে বিতর্ক করছো? অথচ তিনি আমাকে হেদায়েত দান করেছেন আর তোমরা যেগুলোকে তাঁর সাথে শরীক করছো আমি সেগুলোকে ভয় করি না, অবশ্য আমার রব যে বিষয় চান তা ভিন্ন।[২] আমার রবের জ্ঞান প্রত্যেক কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে, তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ

৮১.আর তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করছো তাদেরকে আমি কেমন করে ভয় করবো যখন তোমরা এমন সব জিনিসকে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক করতে ভয় করো না যাদের জন্য তিনি তোমাদের কাছে কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি। কাজেই আমাদের এ দু দলের মধ্যে কে অধিক নিরাপত্তা

টীকা:

১ এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَام নিজেকে হানীফ বলেছেন। হানীফের অর্থ হলো সকল মিথ্যা ধর্ম থেকে পবিত্র ও প্রত্যেক বাতিল থেকে মুক্ত। এতে বোঝা গেলো, সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা এবং মজবুত তখনই হতে পারে যখন সকল বাতিল ধর্ম থেকে অসন্তুষ্টি আর সত্য ধর্মের উপর দৃঢ়তা থাকবে। ধর্মের ব্যাপারে দ্বিমুখিতা অবলম্বন করা, সবাইকে নিজ নিজ জায়গায় সঠিক মনে করা এবং সকল ধর্মের ঐক্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা করলে সত্য ধর্মে মজবুত হওয়া সম্ভব নয়।

২ এতে বোঝা গেলো, নবীদের عَلَيْهِمُ السَّلَام অন্তরে মাখলুকের এমন ভয় আসতে পারে না যা তাদেরকে দায়িত্ব থেকে বিরত রাখে।

وقف لازم

ع ١٢ ١٥

تَعْلَمُوْنَ ﴿٨١﴾	লাভকারী? যদি তোমরা জানো।
اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٨٢﴾ ع	৮২. তারাই নিরাপত্তা লাভকারী ও হেদায়েত প্রাপ্ত যারা ঈমান এনেছে এবং নিজের ঈমানের সাথে জুলুম(শিরক)কে মিশ্রণ করেনি।
وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٨٣﴾	৮৩.আর ইবরাহীমকে তার সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় আমি এই মজবুত যুক্তি-প্রমাণ দিয়েছিলাম । আমি যাকে চাই সুউচ্চ মর্যাদা দান করি। নিঃসন্দেহে তোমার রব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১]
وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٤﴾ لا	৮৪. আর আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুবের মতো সন্তান দান করেছি। তাদের সবাইকে আমি হেদায়েত দিয়েছি। আর তাদের পূর্বে নূহকে হেদায়েত দিয়েছি এবং তার বংশধর থেকে দাউদ, সুলায়মান,আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে (হেদায়েত দান করেছি); আর আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।[২]
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ؕ	৮৫. আর যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে (হেদায়েত দান করেছি)। তারা

টীকা:

১ এই রুকুতে হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং অন্যান্য নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام'র মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে। এসব বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো সকল নবীগণের প্রধান, ইমামুল আম্বিয়া صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রশান্তি এবং শিক্ষা দেওয়া, যেভাবে রুকুর শেষে বর্ণিত আছে। এতে বোঝা গেলো, বেশি করে নবীদের আলোচনা করা, মাহফিল, মজলিস তাদের আলোচনার মাধ্যমে শোভিত করা- আল্লাহ পাকের নিকট খুব পছন্দনীয় এবং তা ঈমানি শক্তি ও তাওহীদের আকিদাকে মজবুত করার উত্তম মাধ্যম।

২ হযরত ইবরাহীম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে আল্লাহ পাক এই সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। তার পরে যত নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام এসেছেন সবাই তারই বংশধর।

كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٥﴾	সবাই আমার বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।
وَإِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ۭ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٦﴾	৮৬.আর ইসমাঈল, ইয়াসা', ইউনুস এবং লূতকে (হেদায়েত দিয়েছি), আর আমি সবাইকে সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছি।[১]
وَمِنْ اٰبَآىِٕهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٨٧﴾	৮৭.আর তাদের পূর্বপুরুষগণ, বংশধর এবং ভাইদের মধ্য থেকেও কতেককে (হেদায়েত দিয়েছি), আর আমি তাদের মনোনীত করেছি ও তাদেরকে সরল পথের দিকে হেদায়েত দিয়েছি।
ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۭ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٨﴾	৮৮. এই হলো আল্লাহ্‌র হেদায়েত,[২] তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে চান হেদায়েত দান করেন। আর যদি (ধরে নেওয়া হয়) তারাও শিরক করতো তবে অবশ্যই তাদের আমল নিষ্ফল হতো।
اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَاۗءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا	৮৯. তারা হচ্ছে সেই সম্মানিত লোক, যাদের আমি কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করেছি, অতঃপর যদি কাফেররা এই বিষয়গুলো অস্বীকার করে, তবে আমি তার জন্য এমন এক সম্প্রদায়কে নির্ধারণ করে

টীকা:

১ এই আয়াতে এই বিষয়ের প্রমাণ রয়েছে যে, নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম। কেননা (عالَم) বা জগতের মধ্যে আল্লাহ পাক ছাড়া সকল কিছু অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং ফেরেশতারাও এতে অন্তর্ভুক্ত। অতএব যখন গোটা বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তখন তারা ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ট- তা প্রমাণিত হলো।

২ এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সিরাতুল মুসতাকীম বা সরল পথের দিকে হেদায়েত অথবা এ বিষয়ে মারিফাত লাভ করা যে আল্লাহ এক এবং তার কোনো শরীক নেই।

بِكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾

রেখেছি যারা অস্বীকারকারী নয়।

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ؕ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٠﴾ ع ١٢

৯০. তারা হচ্ছে সেই সম্মানিত লোক, আল্লাহ্ যাদের হেদায়েত করেছেন। সুতরাং তুমি তাদের হেদায়েতের অনুসরণ করো।[১] তুমি বলে দাও, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাইনা। এই হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশমাত্র।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ إِذْ قَالُوْا مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا أَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ

৯১.আর ইহুদিরা আল্লাহ্কে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি, যেভাবে মূল্যায়ন করার তিনি যোগ্য। যখন তারা বললো, আল্লাহ্ কোনো মানুষের উপর কোনো কিছুই নাযিল করেননি। তুমি বলো, ওই কিতাব কে নাযিল করেছে যা মূসা এনেছিলো, যা নূর ও মানুষের জন্য হেদায়েত ছিলো;[২] যার জন্য তোমরা আলাদা আলাদা কাগজ তৈরি করেছিলে। তোমরা কিছু প্রকাশ করো এবং বেশি কিছু গোপন করো, আর তোমাদের তাই শেখানো হয়, যা না তোমাদের জানা ছিলো আর না তোমাদের পিতৃপুরুষদের। (কে তা নাযিল করেছিলো?) তুমি বলো,

টীকা:

১ আলেমগণ এই আয়াত দ্বারা এই মাসয়ালা প্রমাণ করেছেন যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল নবীগণের চেয়ে উত্তম। কেননা যেসব সম্মান, মর্যাদা, বিশেষত্ব ও বিভিন্ন গুণাবলী নবীগণকে দেওয়া হয়েছে- তার সব কিছু আমাদের নবীকে দেওয়া হয়েছে আর তাকে আদেশ করা হয়েছে (فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ) কাজেই যেহেতু তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল নবীগণের সকল গুণাবলীর সমষ্টি, সেহেতু তিনি সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

২ ইহুদিদের এক বড় আলিম মালিক বিন সাইফ হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র সাথে বিতর্ক করার সময় বললো যে, আল্লাহ পাক কোনো মানুষের উপর কোনো কিছু অবতীর্ণ করেননি। এরই প্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয়।

ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾

আল্লাহ। অতঃপর তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা তাদের নিরর্থকতায় খেলুক ।

وَهٰذَا كِتٰبٌ أَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ۭ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰي صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২. আর এই হলো বরকতময় কিতাব, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, তা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যয়নকারী; এবং এ জন্য (অবতীর্ণ করা হয়েছে) যাতে তুমি এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শহর ও তার আশপাপাশের অধিবাসীদের ভয় প্রদর্শন করো; আর যারা পরকালের প্রতি ঈমান আনে, তারাই এই কিতাবের প্রতি ঈমান আনে এবং তারা নিজেদের নামাযের হেফাযত করে ।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ ۭ وَلَوْ تَرٰٓى إِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا أَيْدِيْهِمْ ۚ أَخْرِجُوْٓا أَنْفُسَكُمْ ۭ اَلْيَوْمَ

৯৩. এবং তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে?[১] অথবা বলে, আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে, অথচ তার প্রতি কোনো কিছুর ওহী প্রেরিত হয়নি[২]; এবং যে বলে, আমি এখনই অবতীর্ণ করবো যেমনি আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন। আর যদি তুমি দেখো জালেম যখন মৃত্যু-যন্ত্রণায় ভোগে আর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলে তোমাদের প্রাণগুলো বের করো। আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনার আযাব

টীকা:

১ আয়াতের এই অংশ মুসায়লামা কাযযাবের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে- যে ইয়েমেনের এলাকা ইয়ামামায় নবুওয়াতের মিথ্যা দাবি করেছিলো এবং বনী হানীফা সম্প্রদায়ের কিছু লোক তার প্রতারণার শিকার হয়েছিলো।

২ আয়াতের এই অংশ আব্দুল্লাহ বিন আবী সারাহ নামক এক ওহী লেখকের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়, যে এক সময় ধারণা করেছিলো যে, তার উপর ওহী অবতরণ শুরু হয়েছে, তারপর সে মুরতাদ হলো। অবশেষে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র যুগেই মক্কা বিজয়ের পূর্বে আবার ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলো।

تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٩٣﴾

দেওয়া হবে - 'আল্লাহ্‌র ব্যাপারে তোমরা যে মিথ্যা কথা বলতে আর তার আয়াতগুলো নিয়ে ঔদ্ধত্য করতে' তার পরিণামস্বরূপ ।

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ۭ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٩٤﴾ ع

৯৪. আর নিশ্চয়ই তোমরা আমার কাছে একাকী এসেছো[১] যেভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। আর তোমরা পশ্চাতে ফেলে এসেছো সে সম্পদ, যা আমি তোমাদের দিয়েছিলাম। আর আজ আমি তোমাদের সাথে তোমাদের সে সুপারিশকারীদের দেখছি না, যাদের ব্যাপারে মনে করতে যে, তারা তোমাদের মধ্যে (আমার) শরীক।[২] নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে আর তোমাদের কাছ থেকে তারা উধাও হয়ে গেছে যাদের (মাবুদ হওয়ার) দাবি তোমরা করতে।

ع ١١ ١٧

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ۭ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ

৯৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বীজ ও আঁটি বিদীর্ণ করেন, জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনিই আল্লাহ্;

টীকা:

১ আরবি ভাষার একটি নিয়ম হলো, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন অকাট্য ও নিশ্চিত বিষয়গুলোকে অতীতকালের ক্রিয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়। যেহেতু কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে একাই উপস্থিত হওয়া সুনিশ্চিত ও অকাট্য, সেহেতু তা অতীতকালের ক্রিয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

২ এতে উদ্দেশ্য হলো, তোমাদের ধারণা মতে তোমাদের মাবুদ হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর শরীক আছে।

الْحَيِّ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝٩٥	তোমরা কোথায় ঘুরপাক খাচ্ছো?
فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝٩٦	৯৬.(তিনি) অন্ধকার বিদীর্ণ করে সকাল উদিত করেন ; আর তিনি রাতকে বিশ্রামের (মাধ্যম) বানিয়েছেন এবং তিনি সূর্য ও চাঁদকে (সময়) হিসাব করার (মাধ্যম বানিয়েছেন)। এ হলো পরাক্রমাশালী, মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ।[১]
وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۭ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝٩٧	৯৭. আর তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তার মাধ্যমে জল-স্থলের অন্ধকারে সঠিক পথের দিশা পাও। নিশ্চয়ই আমি জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।
وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۭ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ۝٩٨	৯৮. আর তিনিই, যিনি তোমাদেরকে একটিমাত্র প্রাণসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর কোথাও রয়েছে আশ্রয় এবং কোথাও রয়েছে আমানত গচ্ছিত রাখার স্থান।[২] নিশ্চয়ই আমি বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।
وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً ۚ	৯৯. আর তিনিই, যিনি আস্‌মান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর আমি তার মাধ্যমে

টীকা:

১ এই আয়াত হতে বোঝা গেলো, গণিত শাস্ত্র, উদ্ভিদ বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যাও বহু উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান। কারণ এতে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার মহান কুদরত সম্পর্কে জানা যায়। কেননা আল্লাহ পাক আসমান ও জমিনের সকল সৃষ্টিকে তার কুদরতের দৃষ্টান্ত বানিয়েছেন।

২ এখানে আয়াতে (مُسْتَقَرٌّ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মায়ের গর্ভে অথবা জমিনের উপর তোমাদের আবাসস্থল বানালাম এবং (مُسْتَوْدَعٌ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পিতার পৃষ্ঠদেশ অথবা জমিনে তোমাদের আমানত রাখার জায়গা বানালাম।

فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَیْءٍ فَاَخْرَجْنَا
مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ
وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ
وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّیْتُوْنَ وَ
الرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَیْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ
اُنْظُرُوْۤا اِلٰی ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَیَنْعِهٖ ؕ
اِنَّ فِیْ ذٰلِكُمْ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ﴿۹۹﴾

প্রতিটি উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি; অতঃপর তা থেকে আমি সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যার থেকে আমি স্তরে বিন্যস্ত বীজ নির্গত করি; এবং খেজুরের গোড়ার দিকের অপরিপক্ব মুকুল থেকে (খেজুরের) থোকা (বের হয়, যা ফলের প্রাচুর্য্যের কারণে) ঝুলন্ত থাকে, আঙুরের বাগান, যায়তুন ও ডালিম (নির্গত করি যা) কোনো বৈশিষ্ট্যে পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ এবং কোনো বৈশিষ্ট্যে বিসদৃশ। তুমি গাছের ফল ও তার পাকা হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করো যখন তা ফলবান হয়। নিশ্চয়ই এতে ঈমানদারদের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে।[১]

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَ
خَرَقُوْا لَهٗ بَنِیْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَیْرِ عِلْمٍ ؕ
سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰی عَمَّا یَصِفُوْنَ ﴿۱۰۰﴾ ع ۱۲/۱۸

১০০. আর লোকেরা জিনদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করেছে অথচ তিনিই জিনদের সৃষ্টি করেছেন এবং লোকেরা অজ্ঞতাবশত তার জন্য পুত্র ও কন্যা সাব্যস্ত করেছে। বস্তুত আল্লাহ তাদের বর্ণনাকৃত বিষয় থেকে সুউচ্চ ও পবিত্র।[২]

টীকা:

১ এই আয়াতে আল্লাহ পাক নিজের কুদরতের খুবই মহান দলিল দিয়েছেন যে, দেখো পানি একই এবং যে জমিন থেকে সব কিছু উৎপন্ন হচ্ছে তাও একই; কিন্তু আল্লাহ পাক তা থেকে যা উৎপন্ন করেন তা বিভিন্ন ধরন ও রঙের হয়। সুতরাং যে রব এক পানি দিয়ে এত ধরনের উদ্ভিদ সৃষ্টি করতে সক্ষম, অতএব তিনি একটি ফুৎকারে গোটা পৃথিবীকে মৃতু দিতে ও জীবিত করতে সক্ষম। সুতরাং কিয়ামত সত্য।

২ পূর্বের আয়াতে বর্ণনাকৃত কুদরতের দলিল, অনন্য প্রজ্ঞা, অগণিত নিয়ামত সৃষ্টি করা ও তা মানুষকে দান করার উদ্দেশ্য ছিলো যে, সবাই যেন সেই দয়ালু কর্মকুশলী আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে কিন্তু এর পরিবর্তে মূর্তিপূজারীরা এমন জুলুম করলো যে, জিনকে আল্লাহর সাথে শরীক করলো এবং তাদের আনুগত্য করে মূর্তিপূজারী হয়ে গেলো, আল্লাহ পাকের জন্য (আল্লাহর পানাহ) পুত্র - কন্যা সাব্যস্ত করলো অথচ আল্লাহ পাক তাদের বর্ণনাকৃত বস্তু থেকে সুউচ্চ ও পবিত্র -এ বিষয়গুলো তাঁর শানের পরিপন্থী।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى
يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ
صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ وَهُوَ
بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

১০১. তিনি কোনো নমুনা ছাড়াই আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, তার সন্তান হতে পারে কীভাবে? অথচ তার কোনো স্ত্রী নেই। আর তিনি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সবকিছু জানেন।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ
خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ
عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٠٢﴾

১০২. এই আল্লাহ্ তোমাদের রব, তিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। তিনি সবকিছুর অভিভাবক।[১]

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۫ وَهُوَ يُدْرِكُ
الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٠٣﴾

১০৩. চোখ তাকে আয়ত্ত করতে পারে না আর সমস্ত চোখ তার আয়ত্তে রয়েছে, আর তিনি প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে অবগত, বড় সুবিজ্ঞ।[২]

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ
اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ؕ

১০৪. নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে চোখ খুলে দেয় এমন প্রমাণাদি এসেছে। সুতরাং যে তা দেখেছে

টীকা:

১ আল্লাহ পাকের মর্যাদা , মাহাত্ম্য ও কুদরত বর্ণনা করার পর বলা হচ্ছে, যার গুণাবলী এত মহান, তিনিই আল্লাহ-তোমাদের রব এবং তিনিই ইবাদতের যোগ্য। সুতরাং তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করো।

২ এই আয়াতের সারমর্ম বোঝা খুবই আবশ্যক, কেননা আকিদা সম্পর্কিত বহু মাসয়ালার ভিত্তি এর উপর নির্ভরশীল। সংক্ষিপ্তভাবে স্মরণে রাখুন, (ادراك) এর অর্থ হলো দৃশ্যমান বস্তুর সকল দিক ও সীমা সম্পর্কে অবগত হওয়া, যেমন - এই বিস্তৃটি অমুক জায়গা থেকে শুরু হয়ে অমুক জায়গায় শেষ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ - মানুষ সম্পর্কে আমরা বলি, মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত শেষ হয়েছে। একে আয়ত্ব করা বা পরিবেষ্টন করা বলে। অধিকাংশ মুফাসসির (ادراك) শব্দের তাফসীর (احاطه) বা পরিবেষ্টন করা বলেন, পরিবেষ্টন ওই বস্তুর হতে পারে যার সীমা ও দিক আছে । আল্লাহ পাকের জন্য সীমা এবং দিক অসম্ভব, অতএব তাকে (ادراك)(احاطه) করা সম্ভব নয়। তবে দিদার করা সম্ভব আর কিয়ামতের দিন মুমিনদের জন্য তা প্রমাণিত আর এটি আহলে সুন্নাতের আকিদা।

وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿١٠٤﴾	তার নিজের উপকারের জন্যই (দেখেছে) আর যে দেখার বেলায় অন্ধ ছিলো তাও তার উপর; আর আমি তোমাদের রক্ষক নই ।
وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١٠٥﴾	১০৫. আর আমি এভাবেই বারংবার আয়াতসমূহ বর্ণনা করি আর তা এজন্য যে, যাতে কাফেররা বলে , তুমি পড়েছো; আর এজন্য যে , যাতে আমি তা জ্ঞানীদের জন্য স্পষ্ট করে দেই ।
اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٦﴾	১০৬. তুমি সেই ওহীর অনুসরণ করো যা তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই আর মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।
وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ۭ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٧﴾	১০৭. আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে তারা শিরক করতো না[১]; আর আমি তোমাকে তাদের রক্ষক বানাইনি, আর তুমি তাদের অভিভাবকও নও।
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۭ	১০৮. আর তারা আল্লাহ্ ছাড়া যেগুলোর পূজা করে সেগুলোকে তোমরা মন্দ বলো না, ফলে তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত

টীকা:

১ দুনিয়ার কোনো কাজ আল্লাহ পাকের ইচ্ছার বাইরে হতে পারে না। সুতরাং কাফেরদের কুফরী, মুশরিকদের শিরক, গুনাহগারদের গুনাহ- আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন। তবে, আল্লাহ পাক কুফরী, শিরক এবং গুনাহের প্রতি সন্তুষ্ট নন এবং তিনি তা করার হুকুম দেননি।

كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۖ ثُمَّ إِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

আল্লাহ্‌র শানে বেয়াদবি করবে।[১] এভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে সুসজ্জিত করেছি, অতঃপর তাদেরকে তাদের রবের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, আর তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা তারা করতো।

وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. আর তারা কঠিনভাবে আল্লাহ্‌র শপথ করেছে, যদি তাদের কাছে কোনো নিদর্শন আসে, তবে অবশ্যই তার উপর ঈমান আনবে। তুমি বলে দাও, নিদর্শনসমূহ আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। আর তোমাদের কি জানা আছে যে, যখন ওই (নিদর্শনসমূহ) আসবে তখনও তারা ঈমান আনবে না?

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهٖٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾ ع

১১০. আর আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে সেভাবেই ফিরিয়ে দেবো যেভাবে তারা প্রথমবার তার উপর ঈমান আনেনি। আর তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় ঘুরপাক খাওয়া অবস্থায় ছেড়ে দেবো।[২]

ع ১৯ ৩

টীকা:

১ এই আয়াত থেকে চারটা মাসয়ালা জানা গেলো, (১) যদি ঐচ্ছিক ইবাদত এমন বিশৃঙ্খলার কারণ হয় যা শেষ হবার নয়, তবে তা ছেড়ে দেওয়া, (২) বক্তা ও আলেমের এমনভাবে ওয়ায না করা যার কারণে মানুষের মাঝে শত্রুতা, ঝগড়া ও মারামারি সৃষ্টি হয়, (৩) যদি কারো ব্যাপারে দৃঢ় ধারণা থাকে যে তাকে উপদেশ দিলে আরো বেশি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, তাহলে তাকে তা না দেওয়া ও (৪) কখনো জেদের কারণে মানুষ তার দ্বীন হারিয়ে ফেলে যেমন মক্কার কাফেররা আল্লাহ পাককে মান্য করতো তারপর হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সাথে জেদ করে আল্লাহ পাকের শানেও বেয়াদবি করতো।

২ এই আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে, কাফেররা পূর্বেও মুজিযা দেখে ঈমান গ্রহণ করেনি, যেমন- চাঁদ দু টুকরা হওয়া এবং অন্যান্য মুজিযা। অনুরূপভাবে এরা এখনো ঈমান আনবে না এবং তাদের ঈমান আনার সকল ওয়াদা মিথ্যা।